ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-গবেষনা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোঃ নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি
অমিত সরকার, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
এস এম জুয়েল, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
এম. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

তথ্য সংগ্রহে সহাযোগিতা

নিশাত মান্নান, শিক্ষানবিশ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাজু আহমেদ মাসুম অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

নানা কারণে বাংলাদেশ একটি বন্যাপ্রবণ দেশ। এর মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হলো বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন বৃহৎ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এবং এর ৮০ শতাংশ এলাকা প্লাবণভূমি। আবার উজান থেকে বয়ে আসা আন্তঃমহাদেশীয় নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি নানা কারণে নদী ভরাট হওয়ায় নদীগুলোতে পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হিমালয়ের বরফ গলা ও বৃষ্টিপাতের সময়সীমায় অসামঞ্জস, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খাল-বিল, জলাভূমি ও নদী দখলসহ নানা কারণে নদী ভরাট হওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত বেড়ে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে বন্যায় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০৭০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির ফলে বাংলাদেশ প্রতিবছর জিডিপির অতিরিক্ত ০.৩০% প্রবৃদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, বন্যার আকার ও ভয়াবহতার বিচারে ২০১৯ সালের বন্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বন্যার সময় যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ১৬৪ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত, যা ১৯৮৮ সালের বন্যায় বিপদসীমার ১৩৪ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। বন্যাপ্রবণ কিছু এলাকার ৮০ শতাংশ পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিলো। এছাড়া যমুনা নদীতে ১৯৮৮ সালের চেয়ে ৩৩ শতাংশ কম পানি প্রবাহিত হলেও এবারের বন্যায় ক্ষতির ব্যাপকতা বেশি। এর কারণ পলি পড়ে নদী ভরাট হওয়া এবং পানি নদীর তীর ছাপিয়ে যাওয়া। এ বন্যায় স্থানভেদে ৪০ লাখ মানুষ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত পানিবন্দী ছিল। বন্যার কারণে সারা দেশে মোট ১০৮ জনের প্রাণহানি (বেসরকারি হিসেবে ১১৯ জন) হয়েছে। এ বন্যায় মোট ২৮টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান ২০১৫ অনুসারে ২০১৫-২০৩০ সময়কালে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং কার্যকর সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুসারে বন্যা পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯ সালের বন্যা মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সেগুলোর কার্যকরতা বৃদ্ধিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। আবার গণমাধ্যমেও বন্যা মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে টিআইবি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছিলো। টিআইবি ইতোপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯) ও রোয়ানুর (২০১৬) মতো দুর্যোগের পর গবেষণা পরিচালনা করেছিলো। সেসব গবেষণায় দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও অনুসৃত হলেও প্রায় প্রতিবছর সংঘটিত বন্যার মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, বন্যাকালীন সহায়তা ও পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা মোকাবেলায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকেও এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি উদ্যোগে বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

এ গবেষণায় সরকারি উদ্যোগে বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যা চলাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, তবে পুনর্বাসনের সকল কাজ বাস্তবায়ন শুরু না হওয়ায় কিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা পর্যন্ত দেখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ বিতরণ কাজে সমন্বয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। অর্থাৎ গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এ গবেষণার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণার সময়কাল জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বন্যা মোকাবেলা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা যেমন, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খানায় ফোকাস দল আলোচনা ও খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, গবেষণা প্রতিবেদন, দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/উপজেলা ও জেলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা এবং প্রাথমিক বন্যা কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে বন্যাপ্লাবিত ২৮টি জেলার মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঁচটি জেলা বাছাই করা হয়েছে। সেগুলো হলো কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া ও সিলেট। নির্বাচিত পাঁচটি জেলা হতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে উপজেলা বাছাই করে মোট ১০টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। তারপর নির্বাচিত ১০টি উপজেলার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে মোট ২০টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্বাচিত ২০টি ইউনিয়ন থেকে মোট ৬৮৩টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। পদ্ধতিগত নমুনায়নের মাধ্যমে খানা নির্বাচন করে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপের সময়কাল ৩১ জুলাই-৭ আগস্ট ২০১৯।

সুশাসনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশক যেমন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতার নিরিখে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ ২০১০ সালের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্যা-পূর্ববর্তী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো ঝুঁকি যাচাই, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ ও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি, আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহ এবং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি, ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও স্থানীয়ভাবে মজুদকরণ, মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রস্তুতি। বন্যাকালীন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো যথাসময়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রেরণ, জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি ও ত্রাণ বিতরণ, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ এবং অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়। আর বন্যা-পরবর্তী পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়, সরকারি ও বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রম, অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য বরাদ্দ, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলিক্ষেত সংস্কার ও নাবি জাতের চারা বিতরণ পরিকল্পনা, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অবকাঠামো সংস্কারের পরিকল্পনা।

৩. গবেষণার ফলাফল

৩.১ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি জেলায় বন্যায় ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গবেষণাভুক্ত ১০টি উপজেলায় ১৮ হাজার ৭১২টি পরিবার সম্পূর্ণ এবং ৩ লাখ ২৬ হাজার ২৫৮টি পরিবার আংশিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে ৯ হাজার ৬৩টি সম্পূর্ণভাবে এবং ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৪৫টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে এবং ১ হাজার ২৭৭টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার ২ হাজার ৮৬৩ কি.মি. রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১.৫৫৪ কি.মি. এবং আংশিক ক্ষতি ৫৩.৬ কি.মি.।

এছাড়া ১২ হাজার ১৮৬.৫ হেক্টর ফসলি জমি সম্পূর্ণ এবং ৩২ হাজার ২৩৩ হেক্টর আংশিক ক্ষতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে, জরিপকৃত ৯০% খানার ঘরবাড়ি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ১৭,৮৬৩ টাকা। আবার ৭০% খানার গৃহস্থালীর মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ৯৩৭ টাকা এবং মজুদ ধান ও চালের ক্ষেত্রে গড় ক্ষতি যথাক্রমে ১০,৮৩১ এবং ২,৬৩৭ টাকা। এছাড়া ৫৮% খানার গবাদিপ্রাণির ক্ষতি হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ৮,৯৩০ টাকা। আবার জরিপকৃত ৪৯% খানার নলকূপ এবং ৭৪% খানার ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নলকূপের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৩,০৮৭ টাকা এবং ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে ৩,৭৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া ৪৬% খানার কোনো না কোনো ফসলি ক্ষেত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, ৫% খানার মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৩১% খানার ফসলি জমি বালি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জমিগুলোতে বালি জমায় আগামী ২-৩ বছর ভালো ফসল না হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩.২ বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা মোকাবেলায় বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যা পূর্ববর্তী পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত নদীর পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান, বন্যা মোকাবেলা প্রস্তুতি গ্রহণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা ইত্যাদি। বন্যাকালীন সময়ের উদ্যোগসমূহ হলো সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে সীমিত পরিসরে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ (জিআর চাল, শুকনা খাবার, তাঁবু, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য), জরুরি ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তহবিল ব্যবহার করে শুকনা খাবার, স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, রান্না করা খাবার বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে হট-লাইন স্থাপন, বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বন্যা এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি। আর বন্যা পরবর্তী পর্যায়ের উদ্যোগগুলো হলো সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টিমের মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় সীমিত পরিসরে চিকিৎসা সেবা প্রদান, নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা, পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে সীমিত আকারে ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, ভিজিএফ-এর চাল, গো-খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বীজ ও সার বরাদ্দ ইত্যাদি।

৩.৩ বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৩.৩.১ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা: চর ও হাওর অঞ্চলে বন্যার নিয়মিত প্রকোপকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে বন্যার ঝুঁকিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং যথাযথ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ না করা হয়নি। যেমন, বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ/বেড়িবাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্র থাকলেও সেগুলো সংস্কারে পদক্ষেপগ্রহণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বন্যা শুরুর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কবার্তা প্রদানের দাবি করলেও জরিপে ৯১ শতাংশ তথ্যদাতা সতর্কবার্তা না পাওয়ার দাবি করেছেন। আবার দূর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকা সতর্কবার্তা পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত মহড়ার আয়োজন না করার তথ্য পাওয়া গেছে। আবার উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম/হট লাইনের নাম্বার আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারে কার্যকর উদ্যোগ ছিল না।

স্থানীয় জনগণের সম্পদ রক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পদক্ষেপের ঘাটতি: ইউইনয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। আবার গৃহস্থালী সম্পদ রক্ষায় সমাজভিত্তিক উঁচু স্থান নির্মাণের নির্দেশনা থাকলেও তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অনদিকে, জনগণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কমিটিতে প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। আবার কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কোনো উপকমিটি গঠন করাও হয়নি। এছাড়া জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা ও ত্রাণ বিতরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে টিম গঠনও করা হয়নি।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতি: নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার পুলিশ প্রশাসন থেকে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করায় কোনো কোনো এলাকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। যথাযথ সুরক্ষা সহায়তার অভাবে জরিপকৃত খানায় বন্যার কারণে মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পানিবন্দি অবস্থা থেকে সময়মতো উদ্ধার না করায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আর স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদেও পক্ষ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপের

ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে কোনো পদক্ষেপ ছিল না। এছাড়া নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ ছিল না।

বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার এবং নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি: গবেষণা এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড দ্রুততার সাথে তা মেরামত করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার বন্যা পরবর্তী নদী ভাঙ্গন প্রবল হলেও ভাঙ্গন রোধ এবং বিপদাপন্ন জনবসতি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনঃনির্মাণেও পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট মেরামতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর নদী ভাঙ্গন প্রকট হলেও মানুষ ও সম্পদ স্থানান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপে ঘাটতি লক্ষণীয়।

৩.৩.২ আশ্রয় ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা: বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নেই। কাছাকাছি দূরত্বে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যার্তদের দূরবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা লক্ষ্য করা গেছে।

সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিতে ঘাটতি: উপজেলা প্রশাসন থেকে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও (যেমন, ধারণ ক্ষমতা, নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, ল্যাট্রিন ইত্যাদি) নিশ্চিত করা হয়নি।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে প্রচারণার ঘাটতি: ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিতকরণে ঘাটতি ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়ার মাধ্যমে বন্যার সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত হলেও খাদ্য ও পানীয় মজুদ এবং গবাদিপ্রাণি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে জনগণের সক্রিয়তার ঘাটতিও লক্ষ্য করা গেছে।

সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনা: জরিপকৃত খানার মাত্র ৭ শতাংশ বন্যাকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। যথাযথ সুবিধা নিশ্চিত না করায় জনগণের আগ্রহের ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় এবং পানিতে ডুবে থাকায় মানুষ আশ্রয় নিতে পারেনি।

ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ: সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড়ে ২০ টাকা থেকে ৭৭২ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য।

৩.৩.৩ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

আশ্রয়কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি না থাকা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে পর্যাপ্ত সুপেয় পানি এবং স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতে ঘাটতি: নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতার ঘাটতি ছিল। ঘাটতিসমূহ হলো নলকূপ ও ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উঁচু স্থানে পর্যাপ্ত মোবাইল টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন না করা, দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ না করা, বাঁধ এবং রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণকারী পরিবারসমূহের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত না করা ইত্যাদি।

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পদক্ষেপের ঘাটতি: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে বন্যা পরবর্তী পানি ও স্যানিটেশন সেবা পুনঃস্থাপনে প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও যেসব পরিবার তাদের বাড়িতে না ফিরে বাঁধ কিংবা রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি ছিল।

৩.৩.৪ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

বন্যাকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি গ্রহণে ঘাটতি: ইউনিয়ন পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ করা হয়নি।

জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি: গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ছিল। যেমন- গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য চিকিৎসক/সহকারি, খাবার, চিকিৎসা, নিরাপদ পানি ইত্যাদি। কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হলেও বিকল্প ব্যবস্থায় সেবা প্রদানে ঘাটতি ছিল। আবার বন্যাকালীন জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত মেডিকেল টিম এবং পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় সেবা প্রদান ব্যাহত হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায়

পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপকৃত ৬০ শতাংশ খানার গড়ে দু'জন সদস্য কোনো না কোনো পানিবাহিত রোগের শিকার হয়েছে। আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য বন্যাকালীন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ না থাকায় জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারি সেবার অভাবে বন্যাকালীন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা বাবদ খানাপ্রতি গড়ে ২,০৭৭ টাকা ব্যক্তিগত খরচ হয়েছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি: স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরী পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থায় ঘাটতি ছিল। কোনো কোনো এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল ডুবে গিয়ে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী নষ্ট হলেও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণেও ঘাটতি ছিল।

৩.৩.৫ শিক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

শিক্ষা সামগ্রী সংরক্ষণে পরিকল্পনার ঘাটতি: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল।

স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রী রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপের ঘাটতি: গবেষণার আওতাভুক্ত ১০টি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ১,২৭৭টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া পানিতে ডুবে যাওয়ায় আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্নির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতি: স্থানীয় শিক্ষা অফিস থেকে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ছিল। এছাড়া দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ঘাটতি ছিল। আবার ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা সামগ্রী পুনঃবিতরণে বিলম্বও লক্ষণীয়।

৩.৩.৬ কৃষি ও প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি: সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ফসল ও বীজ সংরক্ষণের প্রস্তুতি ছিল না। আবার মৎস্য ও গবাদিপ্রাণি রক্ষায় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানেও ঘাটতি ছিল।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তার ঘাটতি: মৎস্য অফিস থেকে পুকুরের মাছ রক্ষায় সহায়তার কথা বলা হলেও মৎস্য চাষীদের এ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হয়নি। আবার স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে গবাদিপ্রাণি স্থানান্তরে সহায়তা না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৩ দিন পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়েছে। পরবর্তীতে অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া দিয়ে দূরবর্তী উচুঁ স্থানে স্থানান্তর করতে হয়েছে। আবার প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে গো-খাদ্য সরবরাহ না করায় অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবে গবাদিপ্রাণির মৃত্যু হয়েছে এবং কৃষকরা ক্ষেত্রবিশেষে নামমাত্র মূল্যে গবাদিপ্রাণি বিক্রিতে বাধ্য হয়েছে।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপের ঘাটতি: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে ভর্তুকি প্রদানে ঘাটতি ছিল। বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চলতি মৌসুমে কৃষি বরাদ্দ প্রদান না করে পরবর্তী মৌসুমে (রবি মৌসুম) বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আবার স্থানীয় নাবী জাতের ফসলের বীজতলা তৈরিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা ছিল না এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে অনুমাননির্ভর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো অফিস কর্তৃক শুধু ৭০-৮০টি হাঁস-মুরগী মারা যাওয়ার তথ্য রিপোর্ট করা হয়েছে, যা প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় খুবই সামান্য। আবার ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় মৎস্য চাষীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। এছাড়া প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ ছিল না। ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে গো-খাদ্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা না থাকায় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট লক্ষ্য করা গেছে।

৩.৩.৭ ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

ত্রাণের চাহিদা যাচাই ও ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতিতে ঘাটতি: বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য ত্রাণের চাহিদা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি। আবার গবাদিপ্রাণির জন্য ত্রাণের (গো-খাদ্য) চাহিদা বন্যা মোকাবেলা প্রস্তুতিতে রাখা হয়নি। এছাড়া দূর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। বিশেষ করে বাজেট ও পরিবহনের ঘাটতি ছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দকৃত মোট ত্রাণের পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীদের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। আবার উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটেও ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতি ছিল। এছাড়া ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত নগদ টাকার বিপরীতে ক্রয়কৃত ত্রাণের তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি।

স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি: উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ হিসাবে ক্রয়কৃত শুকনো খাবার ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের বিধান রয়েছে। এতে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণ সামগ্রীর ঘাটতির সুযোগে সিন্ডিকেট সৃষ্টি হয়েছে এবং বাড়তি দামে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ে বাধ্য হয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

ত্রাণের পণ্য নির্বাচনে জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করা: স্থানীয় জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করে কোনো কোনো এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এবং তা ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো কাজে না আসায় ত্রাণের অপচয় হয়েছে। আবার বরাদ্দকৃত ত্রাণে শিশু খাদ্য ছিল না। পরবর্তীতে বরাদ্দ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল এবং কোনো কোনো স্থানে তা শিশুদের জন্য উপযোগী ছিল না।

অপর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ: প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ বরাদ্দ অপ্রতুল ছিল যা ৭-৮ দিন স্থায়ী বন্যার বিবেচনায় খুবই সামান্য। উপজেলাপ্রতি ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৩ লাখ ২১ হাজার টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি মাত্র ৪ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৬ টাকা। আবার জিআর চাল উপজেলাপ্রতি ৫৩ মে.টন থেকে সর্বোচ্চ ৮২৪ মে.টন, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি মাত্র ২ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৬৮ কেজি পর্যন্ত। এছাড়া উপজেলাপ্রতি শিশু খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ৮,৫০০ থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। উপজেলাপ্রতি গো-খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

স্থানীয়ভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম: কোনো কোনো ইউনিয়নে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকট আত্মীয়দের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আবার সুবিধাভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ইউনিয়নে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকট আত্মীয় ও সমর্থকদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে জনপ্রতিনিধিরা ত্রাণ বিতরণে প্রভাব খাটিয়েছেন। আবার কোন কোনো এলাকায় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে কম ত্রাণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন, জিআর চাল ১০ কেজির স্থানে তিন থেকে আট কেজি পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে। আবার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ প্রদান করা হয়েছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ন্যায্যতার ঘাটতি: ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে দূর্গম এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি ছিল। আবার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা তৈরিতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ঘাটতি ছিল।

৩.৩.৮ আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দে ঘাটতি এবং দুর্নীতির ঝুঁকি

ত্রাণ পরিবহন খরচ অর্থাৎ ট্রাক ও ট্রলার খরচ, শ্রমিক খরচ, বিতরণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বরাদ্দ না থাকায় অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে তা মেটানো হয়েছে। ফলে সেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। উপজেলা পর্যায়ে জিআর-ক্যাশ ব্যবহার করে পরিবহন খরচ মেটানোর ফলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বস্তা চাল পরিবহনে সর্বনিম্ন ১৫ টাকা খরচ হলেও এ খাতে সরকারি বরাদ্দ না থাকার অজুহাতে চেয়ারম্যানরা প্রতি সুবিধাভোগীকে বরাদ্দকৃত চাল থেকে কম দিয়েছেন। এছাড়া ত্রাণের বরাদ্দকৃত টাকা হতে মন্ত্রীর পরিদর্শন বাবদ খরচ যোগানোর অভিযোগ রয়েছে। আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে বন্যাকালীন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ থাকে না। একটি ইউনিয়নে মেডিকেল টিমের দূর্গম চরে যেতে নৌকা ভাড়া ১০০০-২৫০০ টাকা খরচ হয়। বরাদ্দ না থাকায় জরুরী চিকিৎসেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

৩.৩.৯ আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি

ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা ও বাঁধ/বেড়িবাঁধ, সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকা ও আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও মেরামতে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। আবার উদ্ধার কাজ পরিচালনা, মেডিকেল টিম প্রেরণ, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। এনজিওদের ত্রাণ বিতরণ কাজেও সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। এনজিওরা শুধু তাদের উপকারভোগীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে। এবং সমন্বয়ের অভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে তাদের কার্যক্রমের দ্বৈততা লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিও নিয়ম ভঙ্গ করে বন্যার সময়ও কিস্তি আদায়ের চেষ্টা করেছে। আবার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এনজিওদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার ঘাটতি ছিল। যেমন, এনজিওদের বেসরকারি পুর্নবাসন কার্যক্রম সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা হয়নি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে না জানিয়ে গৃহ পুনঃনির্মাণ সহায়তা, নগদ অর্থ সহায়তা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এমনকি বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্য জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে না থাকারও তথ্য পাওয়া গেছে।

৩.৩.১০ সক্ষমতার ঘাটতি

বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা ছিল না। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে নৌকার ব্যবস্থা না করায় গৃহস্থালীর মালামাল সরিয়ে নিতে দরিদ্রদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পরিবহনের অভাবে কিছু ক্ষেত্রে অধিক দুর্গত এবং দুর্গম এলাকায় ত্রাণ না পৌঁছানো কিংবা এবং ত্রাণ পৌঁছাতে বিলম্ব হয়েছে। অন্যদিকে, জনবলের ঘাটতির কারণে অনুমাননির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও স্থানীয় কৃষি, প্রাণী এবং মৎস্য সম্পদ কার্যালয়ে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায়নি। আবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে বন্যাকালীন জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি ছিল। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ও জনবল না থাকায় জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতে বিলম্ব হয়েছে।

৩.৩.১১ জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা

ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত খানা পরিদর্শন না করে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এছাড়া ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। আবার অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব না করায় প্রকৃত চাহিদা যাচাইয়ে ঘাটতি ছিল।

৩.৩.১২ অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি

ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা ছিল না। উপজেলা প্রশাসন ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ করলে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আবার ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নাম প্রকাশ না করে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করলেও সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করায় ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি হয়রানিও করা হয়েছে।

৪. উপসংহার

বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে উদ্যোগের ঘাটতি, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা এবং মেরামতের অভাবে বাঁধ নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বন্যা মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকায় ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা এবং স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনে ব্যত্যয় লক্ষণীয়, বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণে এনজিও সমন্বয় না করা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি না করা, দূর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচার না করা এবং অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য না দেওয়া। আবার ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য সরকারি বরাদ্দ যথেষ্ঠ ছিল না। সে কারণে বন্যাপ্লাবিত অসংখ্য মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এছাড়া স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষণীয়। সে কারণে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় ত্রাণ প্রদান, স্বজনপ্রীতি, ত্রাণের চাল কম দেওয়া, একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ দেওয়া, অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করলে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার বন্যাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল ও পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে আশ্রয়কেন্দ্রসহ বন্যা আক্রান্ত অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ঘাটতি ছিল। পরিশেষে, ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা ও জনঅংশগ্রহণের ঘাটতির পাশাপাশি বন্যা মোকাবেলায় প্রশাসনের সার্বিক তদারকিতে দুর্বলতা লক্ষণীয়।

৫. সুপারিশ

বন্যা মোকাবেলা ও ত্রাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি পূরণে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো:

বন্যা পূববর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য

১. জনসংখ্যা অনুপাতে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং বন্যা শুরুর আগেই সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করা

২. গবাদিপ্রাণি ও সম্পদ রক্ষায় কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা এবং সম্পদ সুরক্ষার কৌশল হাতে কলমে শেখানো

৩. বন্যার ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ব্যবস্থা উন্নত করাসহ বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা

৪. নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও পূর্ব প্রস্তুতি যেমন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মহড়া, পরিবহন ইত্যাদি গ্রহণ করা

৫. বর্ষা মৌসুমের আগেই বাঁধ বা বেড়িবাঁধ ও যোগাযোগ অবকাঠামো সংস্কার করা

বন্যাকালীন বাস্তবায়নযোগ্য

৬. ত্রাণ ক্রয় ও বিতরণে অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থ, ক্রয়কৃত ত্রাণের পরিমাণ ও তালিকা এবং বিতরণকৃত ত্রাণের তথ্য প্রকাশ, প্রশাসন কর্তৃক তদারকি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

৭. শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় ত্রাণের তালিকা প্রস্তুত করা

৮. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা এবং এক্ষেত্রে দুর্গম এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান

৮. জরুরি সেবা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, তদারকি নিশ্চিতে কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা - উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন এবং এনজিওসহ সকল অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

৯. জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরসন ব্যবস্থা কার্যকর করা

১০. ত্রাণকার্যে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পরিবহন এবং যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ

বন্যা পরবর্তী বাস্তবায়নযোগ্য

১২. পানিবাহিত রোগ মোকাবেলায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা

১৩. ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে জরুরী ভিত্তিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

১৫. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং কমিউনিটিভিত্তিক বীজ ব্যাংক ও ভাসমান বীজতলা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান - সরকারি উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বীমা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে

১৬. ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংস্কার, বাড়িঘর মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনঃনির্মাণে সহায়তা করা

১৭. ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা

বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রত্যেক অর্থবছরে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা।

----------X----------